আ জ কে র ছ বি : ১

I Girasoli (Sunflower)

(Italy & USSR / 1970 / 101 mins. / Col)

Direction: *Vittorio De Sica*

Script: *Tonino Guerra • Giorgi Mdivani*
Cesare Zavattini

Starring:
Sophia Loren • Marcello Mastroianni
Lyudmila Savelyeva
and others

Cinematography: *Giuseppe Rotunno*
Editing: *Adriana Novelli*
Music: *Henry Mancini*

Produced by :
Arthur Cohn • Joseph E. Levine • Carlo Ponti

♫

Venue : ***Netaji Bhavan,*** G.T. Rd., Uttarpara
(Beside Uttarpara Police Station)
on the **19th February 2023** at ***5.00 p.m.***

♦♦♦

মনের মানুষের খোঁজে
উদ্‌বেল পরিক্রমা
যুদ্ধ আর শান্তিকালে
সময়ের স্বতন্ত্র দুই আখ্যান

♦♦♦

উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব বুলেটিন

সংখ্যা : ২/ ২০২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯ রবিবার

আ জ কে র ছ বি : ২

In the Mood for Love

(Hong Kong & France / 2000 / 98 mins./ Col)

Script, Direction and Produced by:
Wong Kar-Wai

Starring:
Maggie Cheung • Tony Leung
and others

Cinematography:
Christopher Doyle • Mark Lee Ping-Bing
Editing: *William Chang*
Music: *Michael Galasso*

♫

Venue : ***Netaji Bhavan,*** G.T. Rd., Uttarpara
on the **19th February 2023** at **evening**

ভিত্তোরিয়ো দে সিকা (১৯০১-১৯৭৪) প্রসঙ্গে নতুন করে আর কীই-বা বলার থাকে! অন্তত সিনে ক্লাবের প্রস্তুত দর্শকের কাছে। তাঁর নামের সঙ্গে একাধারে 'বাইসাইকেল থিভ্‌স' (১৯৪৮), 'মিরাকল ইন মিলান' (১৯৫১), 'টু উইমেন' (১৯৬০), 'ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যান্ড টুমরো (১৯৬৩)' প্রভৃতি ছবির স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলেই-না অনায়াসে মনে পড়ে যায় তাদের কথাও। আর সিনেমার দুনিয়ায় 'নিওরিয়ালিজ্‌ম' অভিধাটির আমদানি যে-কারণে বা যাঁদের ছবি করার সূত্রে হয়েছিল, তার কার্যকারণ সম্পর্কে

তাঁর পরিচালিত ছবি বা তাঁর নামটিও যে বিশিষ্ট হয়ে আছে সেখানে, তা-ও কি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে? সিনেমার ছাত্র মাত্রেই যেমন জানেন, তেমনি বিশ্বচলচ্চিত্রে আগ্রহী দর্শকের কাছেও তা অজানা নয়। দেড়-শোর বেশি ইতালীয় ছবিতে অভিনয় এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশটির মতো ছবির পরিচালনায় যুক্ত থাকা সেই মানুষেরই 'ই জিরাসোলি' (১৯৭০) বা 'সানফ্লাওয়ার'-এর মতো স্মরণযোগ্য ছবিটি আমরা দেখতে চলেছি। উল্লেখ থাকুক, পশ্চিমি দুনিয়ার প্রথম ছবি এটি, প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার ভূখণ্ডে যার শুটিঙের অনুমতি মিলেছিল। এর আখ্যানের প্রয়োজনেই তা জরুরি ছিল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে স্বামীর খোঁজে এক মানবীর সে-দেশে যাওয়া এবং স্বদেশ ইতালিতে ফিরে আসা ইত্যাদি ঘটনাক্রম প্রত্যক্ষ করলে স্বাভাবিক মানবিক আবেদনেই মেদুর ছোঁয়া লেগে থাকে দর্শকের মনে। জোবান্নার ভূমিকায় সোফিয়া লোরেনের অভিনয় তার একটা বড়ো প্রাপ্তি বললে হয়তো ভুল হবে না। আছেন তার মনের মানুষ আন্তোনিওর ভূমিকায় বহুপরিচিত মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি আর সেইসঙ্গে তার রুশ পত্নী মাশার ভূমিকায় স্বনামধন্য অভিনেত্রী লুদমিলা সাভেলিয়েভাও। এ ছবির ঘটনাক্রমে স্মরণীয় কিছু দৃশ্য নির্মাণ তো আছেই। বিশেষত, যুদ্ধকালীন দৃশ্যে রুশের লাল নিশানকে ভূ-প্রকৃতির পটভূমিতে ঢেউ খেলিয়ে পর্দাজুড়ে যেভাবে দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছিল, বা তুষারাচ্ছন্ন ভূদৃশ্যাবলিও। আর সেইসঙ্গে এনরি মাঞ্চিনির আবহসংগীত! তারই স্বীকৃতি থাকে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে। না, আর বিস্তার নয়। ছবিটি দেখা জরুরি এখন। কথা তো আছেই, চলতে থাকবেও।■

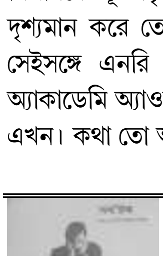

আন্দ্রেই তারকোভস্কির জীবন ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের আকর উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের পত্রিকা 'অযান্ত্রিক'-এর ষষ্ঠ সংখ্যাটি কাছে রাখতে চান অনেকে। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ ইতিউতি শুনে খোঁজখবরও নেন। তাঁদের উদ্দেশে জানানো যাচ্ছে, সামান্য কিছু কপি এখনও পাওয়া সম্ভব। ক্লাবের প্রদর্শনীর দিনে আগ্রহীদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ওয়ং কার-ওয়েই (১৯৫৮) গত দু-তিন দশক ধরেই বিশ্বচলচ্চিত্রে যথেষ্ট আলোচিত নাম। সাংহাইয়ে জন্মালেও, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা পর্বে সেখান থেকে ব্রিটিশ হংকঙে চলে আসেন বছর পাঁচেক বয়েসে। পেশায় নাবিক ছিলেন বাবা, মা গৃহিণী। তিন সন্তানের ছোটোটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা জায়গাবদল করেন। বাকি দু-জন পরে হংকঙে চলে আসার কথা থাকলেও সাংহাইয়ে থেকে যেতে বাধ্য হয়, সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। বছর দশেক পর তারা পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ফলে পরিবারের ছোটোটি একা

একাই বড়ো হতে থাকে একরকম। তার বিনোদনের অন্যতম উপায় হয়ে ওঠে মায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখা। আর সেই দেখাই পলিটেকনিকের ছাত্রটিকে একদিন টেনে আনে টিভির জগতে। বিভিন্ন সিরিয়াল বা সোপ অপেরার স্ক্রিপ্ট লেখা তো ছিলই, সেইসঙ্গে আরও বহু কিসিমের অনুষ্ঠানের জন্যও লিখতে হয়েছে অগুনতি। আর এই পর্বে, মোটামুটি ১৯৮২-১৯৮৭-র ভেতর কর্ম সূত্রে সেসব অনেকটাই বারোয়ারি কাজের ফরমাশ চুকোনো। তবু এরই মধ্যে কিছু নজরকাড়া কাজের জন্য পুরস্কারও জুটতে থাকে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে। 'অ্যাজ় টিয়ার্স গো বাই' (১৯৮৮) তাঁর প্রথম কাহিনিচিত্র এবং মোটের ওপর সাফল্যও পায়। অপরাধকেন্দ্রিক নাট্য মাত্র। কিন্তু অপরাধজগৎ আর মারপিট কেন্দ্র করে হংকঙের মূলধারার 'মশালা' ছবি থেকে ক্রমশ সরে আসতে চেয়ে নিজস্ব কারুকৃতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। 'ডেজ় অব বিয়িং ওয়াইল্ড' (১৯৯০) তাঁর এই ধরনের প্রয়াস হলেও বক্স অফিসে সাফল্য পায় না। কিন্তু ইতিবাচক সমালোচনা ছাড়াও পুরস্কারও ঘরে আসে ১৯৯১-এ। এর পর একাদিক্রমে 'অ্যাশেস অব টাইম' (১৯৯৪), 'চুংকিং এক্সপ্রেস' (১৯৯৪), 'হ্যাপি টুগেদার' (১৯৯৭) প্রভৃতি করতে থাকেন এবং যথারীতি উচ্চাবচ জমিতেই চলাচল, সৃষ্টিশীল মানুষ মাত্রেই যার মোকাবিলা করতে হয় শিল্পজগতে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও ক্রমশ জুটতে থাকে সেইসঙ্গে। বিস্তর ছবি করেছেন যেমন সূচনা পর্বে, তেমনি ভুলতেও চেয়েছেন সেসব কর্মকাণ্ড। যাই হোক, আমাদের দ্রষ্টব্য 'ইন দি মুড ফর লাভ' (২০০০) ছবিটির মূল বিষয় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক। কান চলচ্চিত্র উৎসব সূত্রে গোল্ডেন পাম-এর জন্য নির্বাচিতও হয়েছিল। টোনি লিউং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারও পেয়েছিলেন। সেই প্রথম হংকঙের কোনো অভিনেতা ওই উৎসব সূত্রে পুরস্কৃত হন। চৌ মো-ওয়ান (টোনি লিউং অভিনীত) এক সাংবাদিক এবং সু লি-ঝেন (ম্যাগি চিউং অভিনীত) জাহাজ কোম্পানির সচিব পদে কর্মরত। দুই প্রতিবেশী ক্রমশ বুঝতে পারে তাদের স্ত্রী এবং স্বামী পরস্পর সম্পর্কে লিপ্ত। মার্শাল আর্ট সম্পর্কে চৌ কিছু লেখার ব্যাপারে সুয়ের সাহায্য নিতে গিয়ে উভয়ে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়। তারা একত্র যাপনের কথা ভাবলেও, সাংবাদিক চৌয়ের কর্ম সূত্রে ঘটনাক্রম তাদের পরিকল্পনার বাইরেই গড়ায়। পরস্পরকে উভয়ের উদ্‌বেল সন্ধান তাই দীর্ঘ পরিক্রমায় জড়িয়ে থাকে এ ছবির আখ্যানে। আর বেশি বলা ঠিক হবে না। ধরতাই মাত্র রইল। ছবিটি এখন দেখে নেওয়াই শ্রেয়। আলোচনা হোক তারপর।■

সিনেমা পারাদিসো : যেমন দেখলাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইতালির মফস্‌সল শহর জানকালদো। সেখানকার সিনেমাহল 'পারাদিসো'র প্রৌঢ় প্রোজেকশনিস্ট আর ছোট্ট তোতোর (সালভাতোরে কাশশো) অসমবয়সি বন্ধুত্বের কিস্‌সা এই সিনেমা। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত সেই ছোট্ট তোতো আজ সফল চিত্রপরিচালক। সহসা ছোটোবেলার বন্ধু আলফ্রেদোর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছবির মতো তার মনে পড়ে যায় সেই 'প্রথম সব কিছু'র কথা– ফেলে-আসা জানকালদো, ফেলে-আসা চুম্বন আর হারিয়ে-যাওয়া সিনেমাহল 'পারাদিসো'। এর পর সিনেমা এগিয়ে যায় তার নিজস্ব গতিতে। আর যখন শেষ হয়ে এন্ড নোটে এন্নিও মোরিকোনের ওই অসামান্য মিউজিক স্কোর বাজতে থাকে, তখন হঠাৎ উপলব্ধি করি, আমাদের সবার ভিতরের ছোট্ট তোতো চুপ করে বসে যেন দেখছে– আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে তার ছেলেবেলার 'পারাদিসো', তার একান্ত আদরের দাগ মুছে যাচ্ছে সময়ের নির্মমতায়।

করোনাকালীন বিরতির পর যখন উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব ফিরছে স্বমহিমায়, সেই সময়বিন্দুতে এই ছবির প্রদর্শনের চেয়ে যথাযথ বোধ করি আর কিছু হত না। 'সিনেমা পারাদিসো' এক আশ্চর্য আবেগে সিনেমা শিল্পমাধ্যমকেই সেলিব্রেট করে। দর্শকের মনে হয় তোতোর গোটা জীবনটাই বুঝি 'সিনেমা'র মতো।

শিল্পমাধ্যম হিসেবে সিনেমার জোরের জায়গা কতটা, কতটাই-বা সে বিপজ্জনক, অথবা মাধ্যম হিসেবে তার সামাজিক অ্যাপ্রিসিয়েশনটাই-বা ঠিক কীরকম, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে/ইশারায় এই প্রত্যেকটা জায়গাকে ছুঁয়ে যান পরিচালক তোরনাতোরে। আসলে সিনেমা তো একটা ভাষা, যে-ভাষা দিয়ে বাস্তবতাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক তো শুধুমাত্র মানিয়ে নেওয়ার নয়, বিরোধেরও। ফলে শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের যে মিথস্ক্রিয়া, তার ফলশ্রুতি কিন্তু শুধু বাস্তবতার 'শৈল্পিক' উপস্থাপনা হতে পারে না। বরং বাস্তবকে দুমড়ে-মুচড়ে একটা অন্যতর বাস্তবের সন্ধান করার কথা শিল্পের।

এই সূত্রেই মনে পড়ে যায় শেষদৃশ্যের কথা। আলফ্রেদো তার জন্য যে শেষ উপহার একটি ফিল্‌ম ক্যান রেখে গিয়েছিল, সেটি নিয়েই তোতো রোমে ফিরে আসে। ফাঁকা হলে বসে সেই ফিল্‌মটি চালিয়ে সে বুঝতে পারে, পুরোনো ছবিগুলিতে যেসমস্ত চুম্বনদৃশ্য যাজকের নির্দেশে ছেঁটে ফেলতে হয়েছিল, সেইসব আলফ্রেদো রেখে গিয়েছে তার প্রাক্তন বন্ধুর জন্য।

এটাই তো ঘরে ফেরা– বার বার– পুরোনো দৃশ্যের কাছে, পুরোনো শব্দের কাছে, পুরোনো সম্পর্কের কাছে। আসলে 'পারাদিসো' তোতোর কাছে সেই শকুন্তলার অঙ্গুরীয়, তার জীবনপথের অভিজ্ঞান– প্রেম, বিচ্ছেদ, দূরে চলে যাওয়া আর শেষে ফিরে আসা।

চিরায়ত কুশারী (উত্তরপাড়া)

(গত ১৫-১-২০২৩ তারিখে জুসেপ্পে তোরনাতোরের 'সিনেমা পারাদিসো' (১৯৮৮) ছবিটি প্রদর্শিত হয় উত্তরপাড়ার নেতাজি ভবনের সভাকক্ষে।)

সা ম নে র ক থা

অঝোরবর্ষণ বিনোদনের এই ভরাকটাল আমাদের পূর্বজরা সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেননি। ছবি দেখতে হলে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে? দূর ছাই! হাতের নাগালে তামাম খাজানা, এক-আধটা বুনো রামনাথ খালি অধরা। কী আসে যায়?

একা-একা ঘরের কোণে অনলাইনে কত কী হাতড়ে বেড়াই। যা মুফতে মেলে ভালো, বাকিটা চুরি করে নিই। ভাবখানা যেন বৃহৎ পুঁজির শৃঙ্খল ভাঙো! আমরা যেন এক-এক গোদার, এক-এক চে গেভারা! কিন্তু সিঁদ দিই বা না দিই, যা-কিছু কোলে এসে পড়ে সে যে ধান, খড়, তুষ মেশানো। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি, কী ছেড়ে কী খাই? কীসে মেটে ক্ষুধা আর কীসে বদহজম? কে বলবে?

কেন, আগুয়ান অগ্রজরা! যারা চলেছে খানিক আগে আগে, হয়তো খানিক চক্ষুষ্মান বা একইরকম দিশাহীন। তারা বললেই শুনতে হবে, এমন মাথার দিব্যি কিছু নেই। প্রতিপ্রশ্ন উঠবে, তর্ক ছুটবে। সকলকেই ফিরে ভাবতে হবে। ছোটোরাও দরকারে শুধরে দেবে বড়োদের ভুল, সময়োপযোগী করে নেবে।

এটাই হোক-না চলার নতুন ধাঁচ। একসঙ্গে ছবি দেখা তো বটেই, তার চেয়েও বেশি ছবি বলা, ছবি শোনা, ছবিতে বাঁচা।

তবেই-না বর্ষণক্ষান্ত অস্তগামী বিকেলে ফিচেল রোদ মুচকি হাসবে।

জয় হোক!

সহযাত্রী সিনে গিল্ড, বালি নিজেদের একচল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি চার দিনব্যাপী (১৬-১৯ জানুয়ারি ২০২৩) চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করেছিল উত্তরপাড়ার গণভবনে। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইরান, মরক্কো আর কাজাখস্তানের মোট বারোটি ছবি প্রদর্শিত হয়। তা ছাড়া, মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণে রেখে তাঁর বিভিন্ন সিনেমার প্রচারপত্রের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও হয়েছিল ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি উত্তরপাড়ার নেতাজি ভবনের প্রদর্শনীকক্ষে। ওখানেই তাঁর ছবি সম্পর্কে এবং 'বাংলা সিনেমার গান' নিয়েও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাকক্ষে পরিচালক শেখর দাশের 'কালের রাখাল' ছবিটি প্রদর্শন করে সে-সম্পর্কে পরিচালকের সঙ্গে দর্শকদের আলাপের ব্যবস্থাও ছিল। এই পর্বটিকে সামগ্রিকভাবে 'সিনেমেলা' অভিধা দেওয়া হয়েছিল উক্ত সংস্থার পক্ষে। সমগ্র আয়োজনে উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা ও ফেডারেশন অব ফিল্‌ম সোসাইটিজ় অব ইন্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল) সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে।

শুধুই বিদেশি কেন? দেশি ছবি কী দোষ করল?

প্রতি বছরই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ভারতের একাধিক ভাষায় তৈরি সিনেমাকে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। যাকে আমরা ‘জাতীয় পুরস্কার’ হিসেবেই জেনে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কোনো ছবি কিংবা কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, সুরকার, গায়ক-গায়িকা, আলোকচিত্রী, সম্পাদক প্রমুখ চলচ্চিত্র-বিশেষের সঙ্গে জড়িত থেকে পুরস্কৃত হলে দেশে সর্বজনীন পরিচিতির ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব যথেষ্ট বলেই মনে করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়, পুরস্কৃত মাতৃভাষার ছবিটি যদি-বা দেখার সুযোগ থাকে, অন্য ভাষার ছবিগুলি কিন্তু আমাদের চোখের বাইরেই থেকে যায়। চোখের আলোয় আসার হলে তা উৎসব-বিশেষে বা কদাচিৎ দূরদর্শনের পর্দায়। পরিস্থিতি আগের চেয়ে দূরদর্শনে যেমন, অন্যক্ষেত্রেও বদলেছে কালের তফাতে, সন্দেহ নেই। আমাদের আগ্রহেরও যথেষ্ট হেরফের হয়েছে, বলা ভালো চরিত্রেও খানিকটা বদলেছে। কেমন যেন নিরুত্তেজ থাকে আমাদের আগ্রহ জাতীয় অন্যভাষার ছবি দেখার বা সেসব সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার ক্ষেত্রে। যতটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করি সচরাচর বিদেশি ছবির ব্যাপারে, দেশি ছবির ক্ষেত্রে সেরকম কি? এই যে উদাসীনতা, এও কি এক রকমের ঔপনিবেশিক খোঁয়াড়ি? যেরকম অন্যভাষার সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আমরা উদাসীন, তারই আরেক পিঠে অন্যসব ভাষার সিনেমার ক্ষেত্রেও আমাদের আগ্রহ তথৈবচ। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ নিশ্চয় আছে, নেই তা নয়, বিশ্লেষণে গেলে পাওয়া তো কিছু যাবেই। সেদিকে আপাতত যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কথাটা যে নতুন করে মনে এল এমন নয়। বরং মনে ছিলই দীর্ঘলালিত হয়ে। কেবল অনুঘটক হল ভারতীয় অন্যভাষায় তৈরি সাম্প্রতিককালে পুরস্কৃত ক-টি ছবি আরও কিছু ছবির সঙ্গে দেখার সূত্রে। সেসব ছবিই কার্যত উসকে দিল এ-প্রসঙ্গ। বন্ধুজনের সঙ্গে এলোমেলো মুহূর্তের আলাপ ছাড়িয়ে তাই তুলতেই হল প্রশ্নটা, ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিনে ক্লাবে দেশি ছবি এত নগণ্য কেন? কী দোষ করল দেশি ছবির পরিচালকরা?

বিজুকুমার দামোদরনের মালয়ালম ছবি ‘পোর্ট্রেটস’ (২০২১), নীতীন ভাস্কর পরিচালিত কোঙ্কণি ছবি ‘কাজরো’ (২০১৯) আর কন্নড়ের সুবিদিত পরিচালক গিরিশ কাসারাভল্লির ‘ক্যান নায়দার স্টে হিয়ার, নর জার্নি বিয়ন্ড’ (২০২০), এই তিনটি দেখার সুযোগ ঘটেছিল সম্প্রতি বালির সিনে গিল্ডের সৌজন্যে। মালয়ালম ‘পোর্ট্রেটস’ আদ্যন্ত রাজনৈতিক ছবি। এককথায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তার মূল বিষয়। পাঁচটি ঘটনার সূত্রে বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়েছে। শুধু হালফিল নয়, দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রতিদিনের বাস্তব। খুবই প্রাসঙ্গিক।

আবার কোঙ্কণি ছবি নীতীন ভাস্করের ‘কাজরো’ ভারতীয় সমাজের যুগ যুগ ধরে লালিত এক ব্যাধিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। উচ্চ আর নিম্নবর্গের বিভাজনই নয় শুধু, ছুত-অচ্ছুতের মারাত্মক ব্যাধিতে জর্জরিত ভারতীয় সমাজ তার নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় হীনবস্থ পরিস্থিতিকে। যেখানে বিনা চিকিৎসায় মৃতা স্ত্রীর সমাধির জন্য ন্যূনতম জমিও জোটে না, জঙ্গলে এক তিক্ত ফলের গাছের গোড়ায় সমাধির নিদান দেয় উচ্চবর্গের প্রতিভূ গ্রামের একজন তার স্বামীকে। ছবিটি দেখার পর অবধারিতভাবেই মনে হয় এ এক অন্য ‘সদ্‌গতি’, ঘটনাক্রম যার আলাদা মাত্র।

আর সেই ‘ঘটশ্রাদ্ধ’ (১৯৭৭), ‘তাবারানা কথে’ (১৯৮৭) প্রভৃতির নির্মাতা সুবিদিত গিরিশ কাসারাভল্লির সাম্প্রতিক কর্ম ‘ইল্লিরালারে আল্লিগে হোগালারে’ (২০২০) যার ইংরাজি নামকরণ করা হয়েছে ‘ক্যান নায়দার স্টে হিয়ার, নর জার্নি বিয়ন্ড’ মূলত গ্রাম থেকে আসা দুস্থ পরিবারের সন্তানদের নাগরিক জীবনে শিশুশ্রমিক হয়ে ওঠা নিয়ে নির্মিত। ঠান্ডা, নিরুত্তেজ এই ছবি নিশ্চিত সেই স্বার্থপর নাগরিক সমাজকেই তুলে ধরে তার কাহিনিবিন্যাসে। এখানে গ্রাম আর শহরজীবন উভয় দিক দু-টি আখ্যানে ভাগ করা থাকলেও, সমস্যার কেন্দ্রে দারিদ্র্যই গুরুত্ব পেয়েছে। এ ছবি দেখে আহা-উহু করার নয়, বরং চুপ করে ভাবার, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত, চাকুরে মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থান নিয়ে। শহরে এসে মৃণাল সেনের ‘খারিজ’-এর সেই পালানরা কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয়, মানিয়ে নিতে বাধ্য হয় পরিস্থিতির চাপে অনেকটাই, আর তাদের সেই অসহায়তার সুযোগ নাগরিকসমাজ নিত্যদিন কীভাবে উপভোগ করে, এটি তারই চিত্ররূপ।■

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার গোর্কি সদনে (৩ গোর্কি টেরেস, কল-১৭) সিনেমার পিতামহপ্রতিম রুশ চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮)-এর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন চলছে কলকাতাস্থ একাধিক সংগঠনের উদ্যোগে। তাঁর নির্বাচিত ছবির প্রদর্শন ছাড়া আলোচনা সভাও রয়েছে। ১৫-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ (রবিবার ব্যতীত) প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগ্রহী দর্শকরা উক্ত সংস্থায় খোঁজ করুন।

উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের পক্ষে অমিয়রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬বি, রামনিধি চ্যাটার্জি লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি ৭১২২৫৮ থেকে প্রকাশিত।
ই-মেল : uttarparacineclub@yahoo.co.in
চলভাষ : 9433041918 # 9433271785 # 9875598829